প্রথম আলো

তারিখ ... 10 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

শিক্ষকদের আকুতি

এমপিওভুক্তির দাবি মেনে নিন

নিম্নমাধ্যমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি ও মাদ্রাসার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দাবি দীর্ঘদিনের। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারের দেওয়া শর্তগুলো পূরণ করার পরই স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু স্বীকৃতি মিললেও হাজারো শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত না হওয়ায় সরকারি বেতন-ভাতার অংশ পাচ্ছেন না। ফলে বছরের পর বছর কার্যত বিনা বেতনে শিক্ষাদান করতে হচ্ছে তাঁদের। শিক্ষার প্রতি প্রেম সবার, কিন্তু ত্যাগ কি কেবল শিক্ষকদেরই করে যেতে হবে?

অক্টোবরের শেষাশেষি থেকে নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারীরা অনশন ও অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। একপর্যায়ে টানা ছয় দিনের অনশন শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশে না থাকায় অনশন প্রত্যাহার করে আবার অবস্থান কর্মসূচিতে ফিরে যান। আন্দোলনরত শিক্ষকেরা আশা করছেন, শিক্ষামন্ত্রী কিংবা সরকারের দায়িত্বশীল কেউ তাঁদের দাবি পূরণের ঘোষণা দেবেন। কিন্তু মনে হচ্ছে সেদিক ভ্রুক্ষেপের সময় নেই সরকারের। শিক্ষকদের অভুক্ত ও দরিদ্র রেখে শিক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী হতে পারে না।

এ মুহূর্তে এমপিওভুক্তির যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে নয় হাজার। সরকারের শর্ত পূরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে 'এমপিওভুক্তির যোগ্য' বিবেচিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা সনদও অর্জন করে। সুতরাং যাঁরা শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখছেন; তাঁরা সরকারের সহযোগিতা কেন পাবেন না? বছরের পর বছর পরিবার নিয়ে যে অমানবিক দশায় তাঁরা থাকছেন, রাজপথে দিনরাত পড়ে থাকার মধ্যেই তার করুণ প্রকাশ।

তহবিলের ঘাটতি থাকার যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষা রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের বিষয়। অপ্রয়োজনীয় অনেক খাতেই অঢেল অর্থ ব্যয় হয়। অপচয় ও দুর্নীতিতে চলে যায় হাজার হাজার কোটি টাকা। কিন্তু শিক্ষা ও শিক্ষকদের বেলাতেই কেন অর্থের ঘাটতি হয়? শিক্ষকেরা মানুষ, সপরিবারে খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের বিষয় রয়েছে। অভুক্ত থেকে শিক্ষাদান কি সম্ভব? তাহলে জেনেশুনে কেন সরকার শিক্ষকদের দাবিকে পায়ে ঠেলছে?